ভোরের কাগজ

তারিখ 27 MAY 2005

৮৮৪ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, ড্রপ আউট ২২ শতাংশ

বরিশাল বিভাগের ৫ লাখ শিশু শিক্ষা বঞ্চিত

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল বিভাগে প্রায় ৫ লাখ বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু স্কুলে যেতে পারছে না বিভিন্ন কারণে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া [illegible] করার পর মাঝপথে ২২.১৮ শতাংশ শিশু পড়ালেখা ছেড়ে দিচ্ছে। এ বিভাগের ৮৮৪টি গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই।

[illegible] বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯২ সালে চালু হওয়ার ১২ বছর পরও এ অবস্থা বরিশালে বিরাজ করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক নির্দেশে প্রতি আড়াই কিলোমিটার অন্তর একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত [illegible] তা বরিশাল বিভাগে বাস্তবায়িত হয়নি।

[illegible] সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার ১৬ [illegible] হাজার ৯৯০ জন শিশু সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গমন উপযোগী রয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৩০০, বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয় ও ২৫২টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ লাখ ৯০ হাজার শিশু লেখাপড়া করছে। ৪ হাজার ১৯৩টি গ্রামের অনেকগুলোতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও ৮৮৪টি গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় প্রায় ৫ লাখ শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঐ সূত্র মতে, ৮৮৪টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় বিহীনের মধ্যে রয়েছে পটুয়াখালীতে ৩০০, বরিশালে ২২৩, বরগুনায় ১৮৪, ঝালকাঠিতে ৮৭, ভোলায় ৪৯ এবং পিরোজপুরে ৪১টি গ্রাম। বিভিন্ন চর এবং দুর্গম ও দ্বীপাঞ্চলে ঐসব গ্রামগুলো অবস্থিত।

সূত্র আরো জানায়, যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করে তার মধ্যে ২২.১৮ শতাংশ শিশু মাঝপথে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে। ড্রপ আউট বা বিরত থাকা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪০.৬৪ শতাংশ বরগুনা, ৩০ শতাংশ ভোলা, ১৮.৮৪ শতাংশ বরিশাল, ১৮ শতাংশ ঝালকাঠি, ১৩.৬৩ শতাংশ পটুয়াখালীতে এবং ১২ শতাংশ পিরোজপুর জেলায় রয়েছে।

যেসব কারণে শিক্ষার্থী শিশুরা লেখাপড়া ড্রপ দিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র, পরিবারের ভরণ- পোষণের জন্য উপার্জনে নিয়োজিত হওয়া, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাতায়াত যোগাযোগ ও দূরত্বের দুর্গমতা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্তরিকতা ও তত্ত্বাবধানের অভাব অন্যতম।